সংখ্যালঘু হত্যার বিচার ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

দীপু চন্দ্র দাস, মণি চক্রবর্তী ও খোকন চন্দ্র দাসসহ সকল সংখ্যালঘু হত্যাকারীদের বিচার ও সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা সনাতনী ঐক্যমোর্চা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন সনাতনী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে একাত্বতা ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভাশিষ বিশ্বাস সাধন, বিপ্লব কুমার দে, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক চন্দন বসু, সদস্য সচিব অরুণ কুমার ঘোষ, জেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের আহ্বায়ক মিলন কুমার ঘোষ, সদস্য সচিব সমীর কুমার হালদার, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট কানন কুমার দাসসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা, সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে উল্লেখ করে এসব ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। একই সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

ঝিনাইদহে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের দোয়া মাহফিল

ঝিনাইদহে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বাদ যোহর আইনজীবী ভবনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের উদ্দ্যোগে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন, এ্যাডভোকেট আবু তৈয়ব। বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাডভোকেট এম.এ মজিদ, ঝিনাইদহ জজ কোটের পিপি ও সাবেক জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপ’র সাবেক আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট এস. এম. মশিয়ুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জিপি এ্যাড. মোকাররম হোসেন টুলু, আইনজীবী ফোরামের সভাপতি রাশিদুল হাসান জাহাঙ্গীর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাড.আকিদুল ইসলাম, আইজীবী সমিতির সভাপতি কাজী একরামূল হক আলম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শফিউল আলম, বিএনপি সদও উপজেলা সভাপতি মন্সী কামাল আজাদ পান্নু, মানব ও শিশু পাচার পিপি দবির হোসেন সহআইনজীবী বৃন্দ। অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়াার রুহের মাগফেরাত কামনায় আল্লাহর দরবােও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মহেশপুর সীমান্তবর্তী ইছামতি নদী থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের খোসালপুর সীমান্তবর্তী ইছামতি নদী থেকে জুয়েল রানা (২৪) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত জুয়েল খোসালপুর গ্রামের আনারুল হকের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে মরদেহটি নদীর পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ বিজিবির উপস্থিতিতে লাশটি উদ্ধার করে।

বিজিবি ৫৮ ব্যাটলিয়নের পরচিালক কর্ণেল রফিকুল ইসলাম জানান, গতকাল বুধবার ১১টার দিকে জুয়েল ঘাষ কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়। ভারতীয় সীমান্তের শুন্য লাইনের ২০০গজ দুরে খোশালপুর গ্রামের মাঠে ঘাষ কাটছিল কারন সেখানে তার ব্যবহৃত জামা-কাপড় পাওয়া গেছে। পরে পারিবারিক ভাবে বিজিবিকে খবর দেয় বিজিবি তাকে খুঁজতে থাকে পরে আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা লাশটি বাংলাদেশের সীমান্তে ইছামতি নদীতে জুয়েলের লাশ ভাসতে দেখে এবং বিজিবি সদস্যরা তার লাশটি উদ্ধার করে পুলিশে হস্তান্তর করে।

এছাড়া স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে খোসালপুর সীমান্তের ইছামতি নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। নিহতের পরিবারের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। জুয়েল রানার ভাই অভিযোগ করে বলেন, জুয়েল একই গ্রামের মাসুদ, মিলন ও কামরুলের সাথে ব্যবসায়িক কাজে জড়িত ছিলেন। সম্প্রতি তাদের একটি ব্যাগ হারিয়ে যায়, যাতে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিল। ওই ব্যাগ হারানোকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

নিহতের ভাইয়ের দাবি, এই বিরোধের জেরে ওই তিন যুবক জুয়েলকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) সাজ্জাদ হোসেন জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। মরদেহের হাতে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তদন্ত করা হচ্ছে।

পুলিশ আরও জানায়, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এবং এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

নির্বাচনী পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ঝিনাইদহে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইলেকশন অবজারভেশন মিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

গতকাল বুধবার দুপুরে মিশনের লিয়াঁজো কর্মকর্তা গার্ট বিনডার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সুবীর কুমার দাশ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. বিল্লাল হোসেনসহ জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রস্তুতি ও উদ্যোগ সম্পর্কে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি গার্ট বিনডারকে অবহিত করা হয়।

জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন আসন্ন নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, পর্যবেক্ষক দল পাঠানোর আগে তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।’

তিনি আরো বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কাজ করবেন। গার্ট বিনডার ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সংস্থার লিয়াঁজো কর্মকর্তা হিসেবে ঝিনাইদহের নির্বাচনী পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।’

ঝিনাইদহে ব্যাংকের ভেতর থেকে ব্যবসায়ীর টাকা চুরি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সোনালী ব্যাংকের ভেতর থেকে অভিনব কৌশলে এক ব্যবসায়ীর নগদ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যবসায়ী।

গতকাল বুধবার দুপুরে সোনালী ব্যাংকের কালীগঞ্জ শাখায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, কালীগঞ্জ শহরের চাপালী কুটিপাড়া এলাকার ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বুধবার দুপুরে কালীগঞ্জ সোনালী ব্যাংক শাখা-২ থেকে ৪ লাখ টাকা উত্তোলন করেন। টাকা উত্তোলনের পর তিনি ক্যাশ কাউন্টারের পাশে দাঁড়িয়ে টাকা গণনার সময় বাকী টাকা একটি ছোট হ্যান্ড ব্যাগে রাখেন। কিছু সময় পর তিনি দেখতে পান, তার ব্যাগটি কাটা এবং ব্যাগের ভেতরে রাখা ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা নেই। পরে ব্যাংকের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, অজ্ঞাত পরিচয়ের তিন ব্যক্তি কৌশলে তার পাশে অবস্থান করে ব্যাগের ওপর একটি ফাইল রেখে ব্যাগ কেটে টাকা চুরি করে নিয়ে চলে যায়।

ব্যবসায়ী কামাল হোসেন বলেন, ‘অনেক খোঁজাখুঁজি করে চোর কিংবা টাকা উদ্ধার করতে পারিনি। পরে আইনি সহায়তা পেতে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোর শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

অযত্ন-অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে

ঝিনাইদহের ২১ প্রত্নতত্ত স্থাপনা; দাবি সংরক্ষণের

ইতিহাস শুধু অতিতের কথা বলে না এটি কোন বিষয় বা জনপদের আত্মপরিচয় তুলে ধরে। সময়ের পরিক্রমায় কালের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঝিনাইদহের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহাসিক ও হেরিটেজ স্থাপনাগুলো আজ চরম অযত্ন ও অবহেলার শিকার।

যথাযথ সংরক্ষণ ও তদারকির অভাবে জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্মৃতি বহনকারী জেলার ৬ উপজেলায় ছড়িয়ে থাকা ২১টি হেরিটেজ স্থাপনাই এখন অস্তিত্ব সংকটে।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত কার্যকরি উদ্যোগ না নিলে অমূল্য এসব স্থাপনাশৈলী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খুঁজতে হবে কেবল ইতিহাসের পাতায়।

নীলকুঠি থেকে রাজবাড়ি-সবখানেই অবহেলার ছাপ জেলার মহেশপুর উপজেলার খালিশপুরে অবস্থিত ১৯ শতকে নির্মিত প্রাচীন নীলকুঠি ভবনটি এক সময় ঔপনিবেশিক শাসনামলের সাক্ষী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন ছিল। ২০১২ সালের ১৪ জুন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের গেজেটে তালিকাভুক্ত হলেও বাস্তবে ভবনটির রক্ষণাবেক্ষণে নেই কার্যকর কোনো উদ্যোগ। চুন-সুড়কি,ইট ও টালির তৈরি এই স্থাপনাটির ছাদ দিয়ে চুইয়ে পড়ে বৃষ্টির পানি,দেয়ালে ধরেছে শ্যাওলা ও বড় বড় ফাটল। অযত্নে পড়ে থাকায় ভবনের ভেতরে এখন সাপ,ব্যাঙ,শেয়াল ও কুকুরের অবাধ বিচরণ।

এটি শুধু একটি স্থাপনার চিত্র নয়। জেলার মিয়ার দালান,শৈলকুপার ঐতিহাসিক শাহী মসজিদ,নলডাঙ্গা রাজবাড়ি ও মন্দির, বারোবাজারের ঐতিহাসিক বার আওলিয়ার মসজিদ,কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র ও গণিতবীদ কেপি বসুর বসতভিটাসহ জেলার তালিকাভুক্ত ২১টি হেরিটেজ স্থাপনার অধিকাংশই আজ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মৃত্যুপথযাত্রী।

ঐতিহাসিক ২১টি স্থাপনার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী,জেলার ৬টি উপজেলায় এখন পর্যন্ত মোট ২১টি ঐতিহাসিক ও প্রত্নসম্পদসমৃদ্ধ স্থাপনা হেরিটেজ তালিকাভুক্ত রয়েছে। কাগজে-কলমে এসব স্থাপনা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। মাঠপর্যায়ে দেখা যাচ্ছে,অধিকাংশ স্থাপনাই নেই কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার আওতায়। গেজেটভুক্ত হওয়া

সত্ত্বেও বাস্তব সংরক্ষণ কার্যত অনুপস্থিত।

শতবর্ষী এসব স্থাপনার অনেকগুলোই আজ সময়ের সঙ্গে লড়াই করে টিকে আছে। নিয়মিত সংস্কার,নিরাপত্তা বেষ্টনী,সাইনবোর্ড কিংবা পর্যবেক্ষক না থাকায় অনেক স্থাপনাই ধীরে ধীরে বিলীন হওয়ার পথে।

বিশেষজ্ঞ ও সচেতন মহলের দাবি:তারা বলছেন,শুধু গেজেট প্রকাশ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো রক্ষায় প্রয়োজন নিয়মিত জরিপ ও তদারকি, দ্রুত সংস্কার পরিকল্পনা,পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে ঝিনাইদহ তার মূল্যবান অতীত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হারাতে পারে। এসব হেরিটেজ স্থাপনা শুধু অতীতের নিদর্শন নয়-এগুলো স্থানীয় পরিচয়,ইতিহাস ও সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ অবহেলা আর তদারকির অভাবে সেগুলো আজ নিঃশব্দে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে তালিকাভুক্ত এ ২১টি স্থাপনাই ভবিষ্যতে কেবল নথির পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে-বাস্তবে থাকবে না কোনো চিহ্ন। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়,তবে ঝিনাইদহের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অমূল্য নিদর্শনগুলো অচিরেই হারিয়ে যাবে কালের গহ্বরে-থেকে যাবে শুধু স্মৃতি আর আফসোস।

স্থানীয়দের ক্ষোভ ও হতাশা: মহেশপুর উপজেলার রাসেল আহমেদ বলেন,‘তালিকাভুক্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরদারি কার্যত থেমে যায়। কোনো কোনো স্থাপনা ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে থাকায় সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। আবার কোথাও স্থানীয় প্রশাসন,প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও ভূমি অফিসের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শুরুই হয়নি।’

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাসিন্দা আব্দুল আজিজ বলেন, কেপিবসুর বসত ভিটা রক্ষাণাবেক্ষনের প্রশাসনের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ব্যবস্থা অদ্যবধি গ্রহণ করা হয়নি। এটি দর্শনীয় স্থান হওয়া সত্বেও রক্ষাণাবেক্ষনের অভাবে দিন দিন এটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কালীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা ওলিয়ার রহমান বলেন, বারোবাজারের ঐতিহাসিক মসজিদগুলো প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোন তদারকি না করাই সেগুলো দিনদিন ধ্বংসের দারপ্রান্তে চলে যাচ্ছে। সময় থাকতে প্রশাসন দৃষ্টি না দিলে পর্যায়ক্রমে ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যাবে।

শৈলকুপার ইলা মিত্র স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের সদস্য সচিব সুজন

বিপ্লব বলেন,‘ইতিহাসের সাক্ষী এসব স্থাপনা রক্ষায় জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার,নিয়মিত তদারকি ও জনসম্পৃক্ততা প্রয়োজন। শুধু গেজেটভুক্ত করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। না হলে অযত্নে এগুলো একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।”

রক্ষণা-বেক্ষন নিয়ে প্রশাসনের বক্তব্য;ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হোসনেআরা বলেন, সদর উপজেলার হরিশংকরপুরে অবস্থিত কেপিবসুর বসত ভিটা রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য ইতি মধ্যে জেলা পরিষদের কাছে একটি প্রকল্প দেওয়া হয়েছে। আশা করি প্রকল্পটি পাস হলেই বাইন্ডারি প্রাচিরসহ বিল্ডিং মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, আমি এখানে নতুন এসেছি। কযেকটি স্থান পরিদর্শন করেছি। পরবর্তীতে সেগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্কার করা হবে।

শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহাফুজুর রহমান বলেন, আমি এখানে নতুন এসেছি। আমি শুনেছি কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের বসতবাড়ি আছে। সেটি সময় করে পরিদর্শন করবো। যদি সংস্কার করার প্রয়োজন হয় করবো।

মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাদিজা আক্তার বলেন, উপজেলার খালিশপুরে অবস্থিত নীলকুঠি ভবনটি এক সময় ঔপনিবেশিক শাসনামলের সাক্ষী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে দাড়িয়ে আছে। এটি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানটি দর্শনীয় স্থান হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন,‘হেরিটেজ স্থাপনাগুলো সংরক্ষণে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ধাপে ধাপে সংস্কার ও তদারকির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।’

ঝিনাইদহে পালিত হবে পীর হযরত ন’হুজুর কেবলার ৪৫তম ওফাত দিবস

ফুরফুরা শরীফের পীর এ কামেল, মাদারজাদ ওলি, গাওসুল ওয়াক্ত হজরত মওলানা শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী ন’হুজুর পীর কেবলা (রহঃ) এঁর ৪৫তম ওফাত দিবস আজ ৭ জানুয়ারি বুধবার ।

দিবসটি যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভির্য্যের সাথে পালনের জন্য এপার বাংলা এবং ওপার বাংলায় বিস্তারিত কর্মসুচি গ্রহন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় জমিয়তে জাকেরিণের পক্ষ থেকে হতদরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করা হয়।

দিবসটি পালনে ঝিনাইদহ শহরের আব্বাস উদ্দীন (রহঃ) সড়কস্থ ব্যাপারীপাড়া সায়াদাতিয়া খানকাহ শরীফ, ঢাকার ট্রফিক্যাল হাইওয়ে হোমস ও খুলনা শহরে বাকীবিল্লাহ ভবনে বুধবার সন্ধ্যায় সওয়াব রেসানী, জিকির, মিলাদ ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ভারতের ফুরফুরা দরবার শরীফেও দিবসটি পালিত হচ্ছে। ১৯৮২ সালের এই দিনে উপমহাদেশের প্রখ্যাত পীর মুজাদ্দেদে জামান হযরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এঁর সাহেবজাদা ন’হুজুর পীর কেবলা নামে পরিচিত ফুরফুরা শরীফের পীর হজরত মওলানা শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী (রহঃ) ভক্ত আশেকানদের কাঁদিয়ে ওফাত লাভ করেন।

দিবসটি পালনে প্রতিবছরই দুই বাংলার ভক্ত আশেকানরা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করে থাকেন। হুজুরের ৪৫তম ওফাত দিবস পালনের প্রাক্কালে ন’হুজুর পীর কেবলার পৌত্র ও জমিয়তে জাকেরিণের মুখ্য নির্দেশক মওলানা মোহাঃ আল্লামা জাবিহ্হুল্লাহ (মাদ্দঃ) সিদ্দিকী এক বার্তায় ন’হুজুর কেবলার ওফাত দিবসের সওয়াব রেসানী, জিকির, মিলাদ এবং দোয়ার মাহফিল শরীক হয়ে তাঁর মুরীদ ও ভক্ত আশেকানদের অশেষ নেকী হাসিল করার আহবান জানান।

ঝিনাইদহে ভিডিপি দিবস পালন

‘সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার ‘ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি) দিবস পালিত হয়েছে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে জেলা আনসার ভিডিপি অফিস প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে দিবসটির উব্দোধন করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি বর্ণাঢ্য রালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী জেলা কমান্ড্যান্ট মিজানুর রহমান, সদর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা আমিন উদ্দিন, শৈলকুপা উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা আব্দুল জলিল, মহেশপুরের সহিদুল ইসলাম, হরিণাকুন্ডুর হাসিবুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, নির্বাচন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভিডিপির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডুতে গলায় ফাঁস দিয়ে কৃষকের আত্মহত্যা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পারিবারিক কলহের জেরে গলায় ফাঁস দিয়ে সাইদুর রহমান (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

রবিবার (৪ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার তাহেরহুদা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুর রহমান তাহেরহুদা গ্রামের মৃত সাবান আলী জোয়ার্দ্দার এর মেজ ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে শনিবার রাতে পারিবারিক কলহের জের ধরে বাসা থেকে বের হয়ে যায় সাইদুর।

পরবর্তীতে প্রতিবেশীরা তাকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বাড়ির পাশে

গাছের সাথে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। উদ্ধারের পর দেখা যায় অনেক আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। পরে তারা পুলিশে খবর দেয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ গোলাম কিবরিয়া বলেন, খবর পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ পাঠিয়েছি, অত্মহত্য মনে হচ্ছে তবে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি।

ঝিনাইদহে ’স্টেম সেল থেরাপি’ চিকিৎসা পদ্ধতির সেমিনার

ঝিনাইদহে প্রথমবারের মত চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী ব্যবস্থা ‘স্টেম সেল থেরাপি’ চিকিৎসা পদ্ধতির বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকালে শহরের হামদহ হাবিবা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

লিভেন গ্লোবাল এর সাকসেস টিমের সহযোগিতায় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ ক্লিনিক মালিক সমিতির ঝিনাইদহ জেলার শাখার সাধারণ সম্পাদক জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, হাবিবা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বতাধিকারী জাহিদুল ইসলাম। এসময় সেমিনারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, প্রশিক্ষক মোঃ হাসানুজ্জামান।

প্রসঙ্গত, স্টেম হলো অবিভাজিত জীবকোষ, যা আজীবন আরো অনেক স্টেম সেল তৈরি করতে পারে। এই এক কোষ থেকে অনেক কোষ তৈরি হয় বিভাজন ও পৃথকীকরণ ভাবে।

১৯০৮ সালে রাশিয়ান বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ম্যঅক্সিমভ স্টেম সেলের ধারনা দেন। স্টেম সেল বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন এমব্রায়োনিক স্টেম সেল,যা মানুষের ভ্রুণে থাকে। লিভার বিকল, টাকে চুল গজানো থেকে শুরু করে হাঁটুর ব্যথা কিংবা হৃদযন্ত্রে প্রদাহ—এমন অনেক রোগেই এই থেরাপি প্রয়োগ হচ্ছে।